سورة الماعون

সূরা মাউন

মক্কায় অবতীর্ণঃ ৭ আয়াত ॥

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

أَرَءَيْتَ الَّذِى يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝١ فَذٰلِكَ الَّذِى يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۝٢ وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝٣ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝٤ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝٥ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۝٦ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝٧

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচারদিবসকে মিথ্যা বলে? (২) সে সেই ব্যক্তি, যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দেয় (৩) এবং মিসকীনকে অন্ন দিতে উৎসাহিত করে না। (৪) অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযীর, (৫) যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বেখবর; (৬) যারা তা লোক দেখানোর জন্য করে (৭) এবং ব্যবহার্য বস্তু দেওয়া থেকে বিরত থাকে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচারদিবসকে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করে। (আপনি তার অবস্থা শুনতে চাইলে শুনুন) সে সেই ব্যক্তি, যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দেয় এবং মিস-কীনকে অন্ন দিতে (অপরকেও) উৎসাহিত করে না। (অর্থাৎ সে এমন নিষ্ঠুর যে, নিজে দরিদ্রকে দেওয়া তো দূরের কথা, অপরকেও একাজে উৎসাহিত করে না। বান্দার হক নষ্ট করা যখন এমন মন্দ, তখন স্রষ্টার হক নষ্ট করা আরও বেশী মন্দ হবে)। অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযীর, যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বেখবর (অর্থাৎ নামায ছেড়ে দেয়।) যারা (নামায পড়লেও) তা লোক দেখানোর জন্য করে এবং যাকাত মোটেই দেয় না (যাকাত দেওয়ার জন্য সবার সামনে দেওয়া শরীয়ত মতে জরুরী নয়। কাজেই এটা মোটেই না দিলেও কেউ আপত্তি করতে পারে না। কিন্তু নামায জামা'আ-তের সাথে প্রকাশ্যে পড়া হয়, এটা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিলে তা সবার কাছে প্রকাশ হয়ে যাবে। তাই কেবল লোক দেখানোর জন্য নামায পড়ে নেয়)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ সূরায় কাফির ও মুনাফিকদের কতিপয় দুষ্কর্ম উল্লেখ করে তজ্জন্য জাহান্নামের শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। মু'মিন ব্যক্তি বিচার দিবস অস্বীকার করে না। সুতরাং কোন মু'মিন যদি এসব দুষ্কর্ম করে, তবে তা শরীয়ত মতে কঠোর গোনাহ্ ও নিন্দনীয় অপরাধ হলেও বর্ণিত শাস্তির বিধান তার জন্য প্রযোজ্য নয়। এ কারণেই প্রথমে এমন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যে বিচার দিবস তথা কিয়ামত অস্বীকার করে। এতে অবশ্যই ইঙ্গিত আছে যে, বর্ণিত দুষ্কর্ম কোন মু'মিন ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত হওয়া প্রায় অসম্ভব। এটা কোন অবিশ্বাসী কাফিরই করতে পারে। বর্ণিত দুষ্কর্ম এই ঃ ইয়াতীমের সাথে দুর্ব্যবহার, শক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকীনকে খাদ্য না দেওয়া এবং অপরকেও দিতে উৎসাহ না দেওয়া, লোক দেখানো নামায পড়া এবং যাকাত না দেওয়া। এসব কর্ম এমনিতেও নিন্দনীয় এবং কঠোর গোনাহ্। আর যদি কুফর ও মিথ্যারোপের ফলশ্রুতিতে কেউ এসব কর্ম করে, তবে তার শাস্তি চিরকাল দোযখ বাস। সূরায় (দুর্ভোগ) শব্দের মাধ্যমে তা ব্যক্ত করা হয়েছে।

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ

---এটা মুনাফিকদের অবস্থা। তারা লোক দেখানোর জন্য এবং মুসলমানিত্বের দাবী সপ্রমাণ করার জন্য নামায পড়ে। কিন্তু নামায যে ফরয, এ বিষয়ে তারা বিশ্বাসী নয়। ফলে সময়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখে না এবং আসল নামাযেরও খেয়াল রাখে না। লোক দেখানোর জায়গা হলে পড়ে নেয়, নতুবা ছেড়ে দেয়। আসল নামাযের প্রতিই ভ্রূক্ষেপ না করা মুনাফিকদের অভ্যাস এবং عَنْ صَلَاتِهِمْ শব্দের আসল অর্থ তাই। নামাযের মধ্যে কিছু ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যাওয়া, যা থেকে কোন মুসলমান, এমনকি রসূলে করীম (সা)ও মুক্ত ছিলেন না---তা এখানে বোঝানো হয়নি। কেননা, এজন্য জাহান্নামের শাস্তি হতে পারে না। এটা উদ্দেশ্য হলে عَنْ صَلَاتِهِمْ--এর পরিবর্তে فِىْ صَلَاتِهِمْ বলা হত। সহীহ্ হাদীসসমূহে প্রমাণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনেও একাধিকবার নামাযের মধ্যে ভুলচুক হয়ে গিয়েছিল।

وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ—مَاعُوْن শব্দের আসল অর্থ যৎকিঞ্চিৎ ও তুচ্ছ বস্তু। এমন ব্যবহার্য বস্তুসমূহকেও مَاعُوْن বলা হয়, যা স্বভাবত একে অপরকে ধার দেয় এবং যেগুলির পারস্পরিক লেনদেন সাধারণ মানবতারূপে গণ্য হয়; যথা কুড়াল, কোদাল অথবা রান্না-বান্নার পাত্র। প্রয়োজনে এসব জিনিস প্রতিবেশীর কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া দূষণীয় মনে করা হয় না। কেউ এগুলো দিতে অস্বীকৃত হলে তাকে বড় কৃপণ ও নীচ মনে করা হয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে مَاعُوْن বলে যাকাত

বোঝানো হয়েছে। যাকাতকে ماعون বলার কারণ এই যে, যাকাত পরিমাণে আসল অর্থের তুলনায় খুবই কম---অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ হয়ে থাকে। হযরত আলী ও ইবনে ওমর (রা) এবং হাসান বসরী, কাতাদাহ্ ও যাহহাক (র) প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরবিদ এখানে এ তফসীরই করেছেন।---(মাযহারী) বলাবাহুল্য, বর্ণিত শাস্তি ফরয কাজ তরক করার কারণেই হতে পারে। ব্যবহার্য জিনিসপত্র অপরকে দেওয়া খুব সওয়াবের কাজ এবং মানবতার দিক দিয়ে জরুরী কিন্তু ফরয ও ওয়াজিব নয়, যা না দিলে জাহান্নামের শাস্তি হতে পারে। কোন কোন হাদীসে ماعون-এর তফসীর ব্যবহার্য জিনিস দ্বারা করা হয়েছে। এর মর্মার্থ তাদের চরম নীচতাকে ফুটিয়ে তোলা যে, তারা যাকাত কি দিবে ব্যবহার্য জিনিস দেওয়ার মধ্যে কোন খরচ নেই---এতেও তারা কৃপণতা করে। অতএব শাস্তির বিধান কেবল ব্যবহার্য জিনিস না দেওয়ার কারণে নয় বরং ফরয যাকাত না দেওয়াসহ চরম কৃপণতার কারণে।